২২-০১-১৮ প্রাত: মুরলী ওম শান্তি "বাপদাদা" মধুবন

"মিষ্টি বাচ্চারা -- তোমরা হলে ঈশ্বরীয় সন্তান, তোমাদের এই জীবন অমূল্য, তোমাদের এই কুল অনেক শ্রেষ্ঠ । স্বয়ং ভগবান তোমাদের দত্তক নিয়েছেন, তোমরা এই নেশায় থাকো"

প্রশ্ন :- দেহের ভাব মুক্ত হওয়ার জন্য কোন্ অভ্যাস আবশ্যক ?

উত্তর :- চলতে ফিরতে অভ্যাস করো যে, এই শরীরে আমরা খুব অল্প সময়ের নিমিত্ত মাত্র । বাবা যেমন খুব অল্প সময়ের জন্য এই শরীরে এসেছেন, তেমনই আমরা আত্মারাও শ্রীমতে চলে এই ভারতকে স্বর্গ বানানোর জন্য এই শরীর ধারণ করেছি । বাবা এবং আশীর্বাদী বর্সা যদি স্মরণে থাকে তাহলে এই দেহ ভাবের অবসান হবে, একেই বলা হয় এক সেকেণ্ডে জীবনমুক্তি ।
২ - অমৃতবেলায় উঠে বাবার সঙ্গে মিষ্টি - মিষ্টি কথোপকথন করো, তাহলেই এই দেহের ভাব সমাপ্ত হয়ে যাবে ।

গীত :- ওম নমঃ শিবায় .....

ওম্ শান্তি । ভগবান একজনই হন, যিনি বাবা, বাচ্চাদের বোঝানো হয়েছে -- আত্মার রূপ কোনো বড় লিঙ্গ নয় । আত্মা হলো ভ্রুকুটির মধ্যে অতি ক্ষুদ্র এক তারার মতো । মন্দিরে রাখা কোনো বড় জ্যোতির্লিঙ্গম নয় । তা কিন্তু নয় । আত্মা যেমন, পরমাত্মা বাবাও তেমন । আত্মার রূপ কোনো মানুষের মতো নয় । আত্মা তো মনুষ্য শরীরের আধার নেয় । আত্মাই সমস্ত কিছু করে । সংস্কারও সবই আত্মার মধ্যে আছে । আত্মা হলো এক তারার মতো । আত্মাই ভালো বা খারাপ সংস্কার অনুযায়ী জন্ম নিয়ে থাকে । তাহলে এই কথাকে খুব ভালোভাবে বুঝতে হবে । মন্দিরে শিবলিঙ্গ রাখা হয় এই কারণে বোঝানোর জন্য আমরা শিবলিঙ্গ দেখিয়ে থাকি । এঁর নাম হলো শিব, নাম ছাড়া কোনো জিনিসই হয় না । কিছু না কিছু আকার হয় । বাবা পরমধামে থাকেন । পরমাত্মা বাবা বলেন, আত্মা যেমন শরীরে আসে, তেমনই আমাকেও এই নরককে স্বর্গ বানাতে আসতে হয় । বাবার মহিমা সবার থেকে আলাদা । এখন তোমরা বাচ্চারা জানো যে, তোমরা আত্মারা এসেছো এখানে অভিনয় করতে । এ হলো বেহদের অবিনাশী ড্রামা,এর কখনোই কোনো বিনাশ হয় না । এ বারে বারে ঘুরতেই থাকে । বাবা রচয়িতাও হলেন একজন, আর তাঁর রচনাও একটিই । এ হলো বেহদের সৃষ্টির চক্র । যুগ হলো চারটি । দ্বিতীয় হলো কল্পের এই সঙ্গম যুগ, যেই সময় বাবা এসে এই পতিত দুনিয়াকে পবিত্র করেন । এই চক্র ঘুরতেই থাকে । বাচ্চারা তোমাদের এখন এই স্মৃতি জাগ্রত হয়েছে যে, আমরা সমস্ত আত্মারা পরমধামে থাকি । আমরা এই কর্মক্ষেত্রে অভিনয় করতে এসেছি । এই বেহদের ড্রামা রিপিট হতে হবে । বাবা হলেন বেহদের মালিক । সেই বাবার মহিমা অপরমপার । এমন মহিমা আর কারোর নেই । তিনিই হলেন মনুষ্য সৃষ্টির বীজরূপ । তিনি সকলের বাবা । বাবা বলেন, আমি এই পর রাবণের দেশে আসি । এক তরফ আসুরী গুণের সম্প্রদায় আর এক তরফ দৈবী গুণের সম্প্রদায় । একে কংসপুরীও বলা হয় । কংস অসুরকে বলা হয় । কৃষ্ণকে দেবতা বলা হয় । বাবা এখন এসেছেন সবাইকে দেবতা বানাতে আর ঘরে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে, আর কারোরই এই শক্তি নেই । বাবা এসেই এই শিক্ষা দিয়ে বাচ্চাদের দৈবী গুণ ধারণ করান । এ হলো বাবার দায়িত্ব । বাবা বলেন, যখন সমস্ত কিছু তমোপ্রধান হয়ে যায়, সকলেই আমাকে ভুলে যায়, কেবল ভুলেই যায় না, আমাকে নুড়ি পাথরেও বলে দেয়, যখন আমার এত গ্লানি করে, তখন আমি আসি । আমার মতো গ্লানি

কারোর করে না, তখনই তো আমি এসে তোমাদের উদ্ধারকারী হই । আমি সবাইকে মশার সদৃশ্য নিয়ে যাবো । আর কেউই এমন বলে না যে, "মনমনাভব ।" আমি তোমাদের পরমপিতা পরমাত্মা, আমাকে স্মরণ করলেই তোমাদের বিকর্ম বিনাশ হবে । কৃষ্ণ তো এই কথা বলতে পারে না । পরমাত্মার মহিমা তো বাচ্চারা জানে । তিনি জ্ঞানের সাগর, সুখের সাগর । এরপর দ্বিতীয় নম্বরে ব্রহ্মা – বিষ্ণু এবং শংকর । ব্রহ্মার দ্বারা স্থাপনা কে করাবেন ? শ্রীকৃষ্ণ কি ? পরমপিতা পরমাত্মা শিব বসে বোঝান যে – প্রথমে আমার চাই ব্রাহ্মণ । তাই আমি ব্রহ্মার দ্বারা এই মুখ বংশাবলী ব্রাহ্মণ রচনা করি । ওরা হলো কুলজাত ব্রাহ্মণ । তোমরা হলে এই সঙ্গম যুগে ব্রহ্মার সন্তান । বাবা এসেই তোমাদের শূদ্র থেকে ব্রাহ্মণ বানান । এখন তোমরা হলে ঈশ্বরীয় কুলের । ঈশ্বর হলেন নিরাকার আর ব্রহ্মা হলেন সাকার । বাবা প্রথমে ব্রাহ্মণ তারপর দেবতা বানান । দেবতার পরে ক্ষত্রিয়, এইভাবে এই চক্র ঘুরতেই থাকে । এরপর এর থেকে অনেক ধর্মের উৎপত্তি হয় । মূল হলো ভারত, এই ভারত হলো অবিনাশী খণ্ড, যেখানে বাবা এসে স্বর্গের স্থাপনা করেন । তিনি তোমাদের যেমন বাবা তেমনি সদ্গুরু আবার তিনি তোমাদের শিক্ষক । তাঁকে কিভাবে সর্বব্যাপী বলা যাবে । তিনি তো তোমাদের বাবা । এই দুনিয়াতে তোমরা ব্রাহ্মণ ছাড়া আর কেউই ত্রিকালদর্শী হতে পারে না । তোমরা বাচ্চারা বুঝতে পারো, পরমপিতা পরমাত্মার সঙ্গে তোমরা পরমধামে থাকো । এরপর নম্বর অনুসারে এই কর্মক্ষেত্রে আসো । এরপরে আমরাই ফিরে যাই । ৮৪ জন্ম সম্পূর্ণ গ্রহণ করতে হবে । বাবা বোঝান যে -- তোমরা কত জন্ম নিয়েছো আর কি কি বর্ণে এসেছো । এই চক্র চলতেই থাকে । এখন তোমরা হলে ঈশ্বরীয় সম্প্রদায়, তোমাদের এই জীবন হলো অমূল্য যেহেতু তোমরা ঈশ্বরীয় সন্তান হয়েছো । ব্রহ্মা দ্বারা বাবা এসে তোমাদের দত্তক নেন । বাবা হলেন স্বর্গের রচয়িতা, তিনি নিজে এসেই তোমাদের স্বর্গের মালিক বানান । এখন সম্পূর্ণ বিশ্বে শান্তি স্থাপন করা -- এ একমাত্র বাবার কাজ । বাবা বলেন – এ আমার পার্ট, আমি তোমাদের আবার রাজযোগ শেখাই, এই ব্রহ্মার দ্বারা কলম লাগাই । বাবা সামনে বসে বলেন – আমার হারানিধি বাচ্চারা, অনেকদিন ধরে আমার থেকে দূরে থাকা বাচ্চারা, তোমাদের মনে আছে না, আমিই তোমাদের স্বর্গে পাঠিয়েছিলাম । তারপর তোমরা এই ৮৪ জন্মের চক্রের আবর্তন সম্পূর্ণ করে আবার এসে আমার সঙ্গে মিলেছো । এখন নিজেদের আত্মা মনে করে আমাকে স্মরণ করো । তোমাদের অবশ্যই আমি নিয়ে যাবো । তোমরা চাও বা না চাও, আমি অবশ্যই তোমাদের নিয়ে যাবো । প্রথমে আদি সনাতন দেবী দেবতাদের রাজ্য চলেছিলো তারপর আসুরী রাজ্য হয়েছিলো । দৈবী রাজ্যের পরে পবিত্রতা হারিয়ে গিয়েছিলো, তখন এক মুকুট হয়ে গিয়েছিলো । এখন প্রজাদের প্রজার উপর রাজত্ব, এখন আবার সেই দৈবী রাজ্যের স্থাপনা হচ্ছে । আসুরী রাজ্যের বিনাশের জন্য এই রুদ্র যজ্ঞ থেকে বিনাশ জ্বালা প্রজ্জ্বলিত হয়েছে । তোমরা এই পতিত সৃষ্টিতে থোড়াই রাজত্ব করবে । এখন হলো সঙ্গম । সত্যযুগে তো এমন বলবে না । এখন তোমরা বাচ্চারা পুরুষার্থ করছো । তোমাদের এই পুরুষার্থ কে করাচ্ছেন ? শ্রীমত দানকারী শ্রেষ্ঠর থেকে শ্রেষ্ঠ হলেন একমাত্র বাবা । তিনিই এখন ব্রহ্মার দ্বারা স্থাপনা করাচ্ছেন । বাবা বলেন, আমি ভারতের অনুগত সেবক । ভারতকেই আমি স্বর্গ বানাই । সেই স্বর্গে যথা রাজা – রাণী তথা প্রজা, সকলেই সুখী থাকে । সেখানে প্রাকৃতিক সৌন্দর্য থাকে । লক্ষ্মী – নারায়ণকে দেখো, কত সুন্দর । হেভেনলী গড ফাদারই এই হেভেনের স্থাপনা করেন । সম্পূর্ণ দুনিয়ায় গীতার জন্য বলা হয় শ্রীকৃষ্ণ ভগবান উবাচঃ । শ্রীকৃষ্ণ কিন্তু এই কথা বলতে পারেন না যে "মনমনাভব" বা "মামেকম" স্মরণ করো (একমাত্র আমাকেই স্মরণ করো) তাহলেই বিকর্ম ভস্ম হবে । আর কোনো উপায়ই তো নেই । গঙ্গা তো পতিত – পাবনী নন । সে থোড়াই বলবে যে, আমাকে স্মরণ করো । এ তো একমাত্র বাবা বসেই বোঝান । বাবা আত্মাদের সঙ্গে কথা বলেন । তিনিই হলেন সকলের সদ্গতিদাতা । তাঁর মন্দিরও

আছে । দ্বাপর যুগ থেকেই এইসব স্মৃতিচিহ্ন শুরু হয় । সোমনাথের মন্দির আছে কিন্তু তিনি কি করে গেছেন তা কেউ জানে না । ওরা শিব - শংকরকে মিলিয়ে দেয় । এখন কোথায় শিব হলেন পরমধামের নিবাসী আর আর শংকর সূক্ষ্মবতনবাসী । কিছুই বুঝতে পারে না । বাবা বলেন, যতই কেউ বেদ - শাস্ত্র ইত্যাদি পড়ুক না কেন, জপ - তপ করুক না কেন, আমার সঙ্গে মিলিত হতে পারে না । যদিও আমি এই ভাবনার ফল সবাইকে দিয়ে থাকি, কিন্তু তারা অখণ্ড জ্যোতি ব্রহ্মকেই পরমাত্মা মনে করে নেয় । ব্রহ্মের সাক্ষাৎকার হলেও তার থেকে কিছুই প্রাপ্ত হবে না । কাউকে হনুমানের কাউকে আবার গণেশের সাক্ষাৎকার করাই, সে তো আমি অল্পকালের জন্য মনোকামনা পূরণ করাই । তাতে অল্পকালের জন্য খুশী তো থাকেই । তবুও সবাইকে তমোপ্রধান তো হতেই হয় । যতই সারাদিন গঙ্গায় গিয়ে বসে থাকুক, তাও তো তমোপ্রধান তো সবাইকে হতে হয় ।

বাবা বলেন, তোমরা যদি পবিত্র হও তাহলে ২১ জন্মের জন্য পবিত্র দুনিয়ার মালিক হতে পারবে । আর কোনো সৎসঙ্গই নেই যেখানে এমন প্রাপ্তি হয় । বাবা এসেই রাজযোগ শেখান তাই তাঁর শ্রীমতে কতো চলা উচিত । পড়ার ওপর নজর দেওয়া উচিত । বাবা দেন শ্রেষ্ঠর থেকে শ্রেষ্ঠ মত । এই শ্রীমতে চলেই ভারতকে স্বর্গ বানাতে হবে । তোমাদের এই বিশ্ব নাটকের রহস্যকে খুব ভালোভাবে বুঝতে হবে আর পুরুষার্থ করতে হবে । পুরুষার্থ করে এমন উপযুক্ত হতে হবে । বাচ্চারা তোমাদের এই নেশা থাকা উচিত যে, আমরা বাবার সাথে এই স্বর্গ স্থাপন করতে এসেছি । আমরা সেই পরমধামের অধিবাসী । এই শরীরে আমরা অল্পদিনের নিমিত্তে আছি । বাবাও অল্পদিনের জন্যই এসেছেন, এই দেহ ভাব সমাপ্ত হওয়া উচিত । নিজের বাবা এবং আশীর্বাদী বর্সাকে স্মরণ করো , একেই এক সেকেণ্ডে জীবনমুক্তি বলা হয় । বাবা বলেন, আমি এসেছি সবাইকে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে । এখন তোমরা নিজেকে আত্মা মনে করে ভোরবেলা উঠে বাবাকে স্মরণ করো । তাঁর সঙ্গে কথা বলো । তোমরা জানো যে আমাদের ৮৪ জন্ম সম্পূর্ণ হয়েছে । এখন আমরা ঈশ্বরীয় সন্তান হয়েছি । এরপর দৈবী সন্তান তারপর ক্ষত্রিয় সন্তান হবো । বাবা আমাদের এই বিশ্বের মালিক বানান । তোমরা বাবার মহিমা করো । বাবা, তুমি তো জাদু করেছো । কল্পে কল্পে তুমি এসে আমাদের পড়াও । বাবা, তোমার এই জ্ঞান খুবই আশ্চর্যের । স্বর্গ কতই সুন্দর । পৃথিবীতে হলো লৌকিক আশ্চর্য আর এখানে রুহানী বাবার স্থাপন করা আশ্চর্য । বাবা এসেছেন কৃষ্ণপুরী স্থাপন করতে । এই লক্ষ্মী নারায়ণ এই প্রালব্ধ কোথা থেকে পেয়েছে ? বাবার থেকে । জগদম্বা আর জগত পিতার সঙ্গে বাচ্চারাও থাকে । তিনি হলেন ব্রাহ্মণ, জগদম্বা তো ব্রাহ্মণী ছিলেন । তিনি হলেন কামধেনু । তিনি সকলের মনোকামনা পূরণ করে দেন । এই জগদম্বাই স্বর্গের মহারাণী হন । এ কতো আশ্চর্যের রহস্য । এই বাবাই আমাদের অবস্থা বা স্থিতি সুন্দর করার জন্য ভিন্ন ভিন্ন যুক্তি বলেন । রাতে জাগো । বাবাকে স্মরণ করো তাহলেই অন্ত মোতি তেমন গতি হয়ে যাবে । যদি সম্পূর্ণ পুরুষার্থ হলেও স্মরণ স্থায়ী হবে । পাস উইথ অনার্স হতে হবে । ৮ জনেই স্কলারশিপ পায় । সবাই বলে - আমরা লক্ষ্মী - নারায়ণকে অনুসরণ করবো, তাহলে তো পাস করে দেখাতে হবে । নিজেকে দেখতে হবে, আমার মধ্যে বানর সদৃশ্য কোনো ভাব নেই তো ? তেমন স্বভাব দূর করতে থাকো । দেখো, সারাদিনে কাউকে দুঃখ দিয়ে ফেলো নি তো ?বাবা হলেন সকলের সুখদানকারী । বাচ্চাদেরও এমনই হতে হবে । বচন বা কর্মে কাউকে দুঃখ দেওয়া চলবে না । সত্য পথ বলে দিতে হবে । সে হলো হদের বাবার বর্সা । আর এ হলো বেহদের বাবার আশীর্বাদী বর্সা । এই বর্সা যে পেয়েছে একমাত্র সেই বলতে পারবে । যারা আমাদের ধর্মের হবে তাদেরই চট্ করে টাচ্ করবে ।

বাবা বলেন, আমি আবার নতুন করে দৈবী ধর্মের স্থাপন করার জন্য ব্রহ্মার শরীরে আসি । বাচ্চারা, তোমাদের বুদ্ধিতে আছে যে, এখন আমরা ব্রাহ্মণ এরপর দেবতা হতে হবে । প্রথমে আমরা সূক্ষ্ম বতনে গিয়ে তারপর শান্তিধামে যাবো । সেখান থেকে আবার নতুন দুনিয়ার গর্ভ মহলে আসবো । এখানে বলা হয় মিথ্যা মায়া, মিথ্যা কায়া ....বাবা বলেন, কতো ধর্মের গ্লানি করেছে, শিব জয়ন্তী পালন করে কিন্তু শিব কখন এসেছিলেন, কারমধ্যে প্রবেশ করেছিলেন, এ কেউই জানে না । অবশ্যই কোনো শরীরে এসেই নরককে স্বর্গ বানিয়েছিলেন তাই না । বাবা বাচ্চাদের খুব ভালো করে বোঝান, রায়ও দেন যে নিজের চার্ট বানাও । সারাদিনে কতো সময় বাবাকে স্মরণ করেছো । ভোরবেলা উঠে বাবাকে আর তাঁর আশীর্বাদী বর্সাকে স্মরণ করো । আমরা বেহদের বাবার সঙ্গে এসেছি গুপ্তবেশে ভারতকে স্বর্গ বানাতে । এখন আমাদের ফিরে যেতে হবে । আর এই যাওয়ার আগে রাজধানী অবশ্যই স্থাপন করতে হবে । এখন তোমরা আছো সঙ্গম যুগে । বাকি সম্পূর্ণ দুনিয়া আছে কলিযুগে । তোমরা হলে সঙ্গমযুগী ব্রাহ্মণ । বাবা তাঁর বাচ্চাদের জন্য উপহার নিয়ে আসেন -- মুক্তি আর জীবনমুক্তির । সত্যযুগে ভারত জীবনমুক্ত ছিলো, বাকি সমস্ত আত্মারা তখন মুক্তিধামে ছিলো । বাবা হাতে করে স্বর্গের উপহার নিয়ে আসেন তাহলে তারজন্য যোগ্য তো তিনিই বানাবেন । আচ্ছা ।

মিষ্টি - মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা - পিতা, বাপদাদার স্মরণ, ভালোবাসা এবং সুপ্রভাত । রুহানী বাবার রুহানী বাচ্চাদের নমস্কার ।

ধারণার জন্য মুখ্য সার --

১) সদা এই নেশায় থাকতে হবে যে আমরা বাবার সাথে এই স্বর্গ স্থাপনার নিমিত্ত । বাবা আমাদের এই বিশ্বের মালিক বানান ।

২) বাবার সমান সুখদাতা হতে হবে । কখনো কাউকে দুঃখী করবে না । সকলকেই সত্যিকারের পথ বলতে হবে । নিজের উন্নতির জন্য চার্ট রাখতে হবে ।

বরদান :- সমস্ত কর্মের বোঝা বাবার উপর ছেড়ে স্বয়ং ট্রাস্টি হয়ে ডবল লাইট ফরিস্তা হও

যে বাচ্চারা সাহস রাখে, বাবা তাদের সর্বদা সাহায্য করেন । বাচ্চারা শ্রেষ্ঠ সংকল্প করে আর বাবা হাজির হয়ে যান । কেবল বাবার উপর সব কাজের দায়িত্ব ছেড়ে দাও, তখন বাবা জানবেন সেই কাজের দায়িত্ব । নিজেকে জবাব দেওয়ার বোঝা নিও না, ট্রাস্টি হয়ে থাকো, তাহলেই সর্বদা হালকা এবং ডবল লাইট ফরিস্তা হয়ে উড়তে থাকবে । মন যদি পরিষ্কার হয়, ইচ্ছারও পুর্তি হয়ে যায় ।

স্লোগান :- উৎসাহ - উদ্দীপনার পাখা সাথে থাকলে উড়তি কলায় উড়তে থাকবে ।